প্রবন্ধ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ

'প্রবন্ধ' শব্দটির উদ্ভব 'বন্ধ' ধাতু থেকে। 'বন্ধ' ধাতুর অর্থ 'বন্ধন করা' এবং প্রবন্ধ শব্দের অর্থ,—প্রকৃষ্ট বন্ধন বা পরস্পর অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলী। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রবন্ধের মধ্যে একটা নৈয়ায়িক বন্ধনের, বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা যুক্তিবদ্ধ ভাবসমন্বয়ের সংবেধ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য, নাটক, দর্শন ইত্যাদি যে-কোনো শ্রেণীর রচনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যখনই একটা বন্ধনের ভাব ফুটে উঠেছে, তখনই সেটি 'কাব্যপ্রবন্ধ', 'নাটকপ্রবন্ধ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। এমনকি ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি-মানসে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্তের সময় পর্যন্ত 'বন্ধ' ধাতুর সেই বা সংহত রূপের অবয়ব, আঙ্গিক-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কালের পরিবর্তন হলেও 'প্রবন্ধ' শব্দের আধুনিক প্রয়োগ বা ব্যবহার এই সময় পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। প্রবন্ধের বিকল্প হিসেবে 'সম্বাদ', 'প্রস্তাব', প্রভৃতি যে শব্দগুলি কায়েম হয়ে ছিল, তাদের মধ্যে 'বন্ধ' ধাতুর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে, প্রবন্ধ হচ্ছে একটি বিষয়ের ওপর সহজে, অনায়াসে, কম আয়তনের লিখিত কোনো রচনা। জোসেফ সীপলে তাঁর বিশ্বসাহিত্যের অভিধানে বলেছেন, সাধারণত মাঝামাঝি আয়তনের এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর একটি রচনার নাম প্রবন্ধ। মোটকথা, প্রকৃষ্ট, বন্ধনে আবদ্ধ এমন বিষয়বস্তু আত্মসচেতন যে লেখা—তাকে সাধারণত 'প্রবন্ধ' বলা হয়।

উদ্দেশ্য কি? এবং প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

প্রবন্ধ প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়। প্রবন্ধ আমাদের জ্ঞানের সীমানা বাড়িয়ে দেয়, আর আমাদের ভাবলোককেও সমৃদ্ধ করে। তাই বিন্যাস-ধর্মের দিক থেকে প্রবন্ধকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—তন্ময় আর মন্ময়। তন্ময় প্রবন্ধ বস্তু বা বিষয়নিষ্ঠ। যে বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে—সেই বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে হবে, বিষয়ান্তরে যাওয়া চলবে না। এই জাতীয় প্রবন্ধে রচয়িতার জ্ঞান, মনস্বিতা এবং বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর মন্ময় প্রবন্ধ আত্মগতভাবে ভারাক্রান্ত থাকে, এখানে চিন্তা অপেক্ষা কল্পনা প্রাধান্য লাভ করে।

তন্ময় প্রবন্ধ শাণিত বুদ্ধি, যুক্তি পরম্পরার মাধ্যমে রচনা করতে হয়, তার মন্ময় প্রবন্ধে রচয়িতার ব্যক্তি-সত্তার উদ্‌ঘাটন ঘটে, ফলে লেখকের কল্পনা-শক্তি, রচনাশৈলীর গুরুত্ব সেখানে বেশি।

Scanned with CamScanner

আবার অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধ প্রধানত দু'শ্রেণীর : বস্তুগত ও ব্যক্তিগত।

বস্তুগত প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বিবরণ, বর্ণনা ও সেই সংক্রান্ত বিচারবিতর্কই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বর্ণনার চেয়ে লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতিই প্রাধান্য পায়। 'দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি'—এটি একটি বস্তুগত প্রবন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাতে হবে কীভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে আর মূল্য কমানোর উপায় বা কী! আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করতে হবে। কিন্তু 'তোমার প্রিয় কবি বা কাব্যগ্রন্থ' বা 'তোমার দেখা কলকাতা বইমেলা'—এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে লিখতে হলে রচয়িতার ব্যক্তিগত অনুভূতি, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার ব্যাপারটি বেশি গুরুত্ব পায়। সেক্ষেত্রে রচয়িতার সৌন্দর্যবোধ, শিল্প-রুচি, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগত প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' বস্তুগত প্রবন্ধের উদাহরণ, কিন্তু তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত।

কীভাবে লিখতে হয়

প্রবন্ধ কীভাবে লিখতে হয় এ সম্পর্কে বাঁধাধরা নিয়ম নির্দেশ করা যায় না। কারণ প্রবন্ধ হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে লেখকের জ্ঞান, ধারণা ও সিদ্ধান্তের সুচিন্তিত অভিব্যক্তি। এই জ্ঞান ধারণা-সিদ্ধান্ত কী ধরনের হবে এবং তা কী ভাবেই বা প্রকাশিত হবে তা লেখকের ধীশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তবে নিয়মিত অভ্যাস ও নিরন্তর অনুশীলন করলে তবেই ধীশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার পরিধি প্রসারিত হতে পারে। ইদানিং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাতৃভাষায় মৌলিকভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে লিখিতভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই স্নাতকস্তরের বাংলা ভাষা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত আকারে মনোভাব প্রকাশের দক্ষতাটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। আশা রাখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রবন্ধ রচনার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠবে। এই অভ্যাস ও অনুশীলন সম্পর্কে কতকগুলি আদর্শ সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে কোন প্রবন্ধের দুটি সাধারণ দিক আছে—এক, বিষয়গত দুই, রূপগত। বিষয়গত দিক বলতে প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু, তার উপস্থাপনা এবং উপস্থাপনাগত যুক্তি-তর্ক-তথ্যের অবতারণা প্রভৃতি বিষয়কে বুঝায়। রূপগত দিক বলতে প্রবন্ধের শব্দ-প্রয়োগ, বাক্যবন্ধ, অনুচ্ছেদ রচনা, ভাষারীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে গেলে এই উভয় দিকেই দক্ষতার প্রয়োজন। স্নাতকস্তরে বাংলা পাঠ্যসূচিতে বিষয়ের ক্ষেত্রে সাহিত্য-মূলক প্রবন্ধ রাখা হয়েছে। বাংলাসাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে অজস্র বিষয়—কত বিচিত্র ধরনের কাব্য-কবিতা, কত-শত কবি সাহিত্যিক—এসব সম্পর্কে জানতে হবে।

বিষয়গত দিক সম্পর্কে আরও কিছু নির্দেশ

❑ প্রবন্ধের বিষয়টি বা ভাবটি সহজ সরলভাবে উপস্থাপনা করতে হবে। পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য কষ্ট-কল্পিত ভাবের অবতারণার প্রয়োজন নেই। ভাবের জটিলতা ও বক্তব্যের পুনরুক্তি প্রবন্ধের গৌরব নষ্ট করে। ভাবগুলি ঠিক মতো সাজালে প্রবন্ধটি সহজ ও সহজবোধ্য হয়। এক ইংরেজ লেখকের মতে—"Essay-writing is a mere art of arrangement."

❑ যে বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে যাবে, প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই কতকগুলি সঙ্কেত সূত্র মনে আসবে। তখন এই সঙ্কেত সূত্রগুলি ঠিকভাবে সাজিয়ে প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করে এক-একটি বা একাধিক অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে। অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে যেন ধারাবাহিকতা থাকে। এমনভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে যেন একটির সঙ্গে অপরটির সামঞ্জস্য থাকে। প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পড়ার সময় যেন কোথাও রসভঙ্গ না হয়।

❑ শক্তিশালী ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনা পড়ে সাহিত্য-প্রবন্ধের উপকরণ, রচনাশৈলী সম্পর্কে ধারণা আনা সম্ভব। প্রসিদ্ধ ও বিশেষজ্ঞ লেখকদের রচনা পাঠ করে তাঁদের রচনার ভাব ও পারিপাট্য, বিষয়বস্তুর যথাযথ বর্ণনা, যুক্তি-পরম্পরা প্রভৃতির অনুসরণ করতে হবে। এভাবে অনুশীলন করলে ক্রমশ রচনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনা শক্তিও থাকা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

ও ব্যক্তিগত।

প্রাধান্য পেয়ে থাকে

বিষয়টিকে তিনটি অংশে মনে মনে সাজিয়ে নিতে হবে। এক ভূমিকা,

বিষয়টির

অবদান রয়েছে।

সামাজিক উপন্যাসে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি বিশেষণ প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়, 'অপরাজেয় কথাশিল্পী'। রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন উত্তুঙ্গ তখন তাঁর আবির্ভাব ঘটে এবং এখনো তাঁর জনপ্রিয়তা তুলনামূলকভাবে অন্যদের থেকে অনেক বেশি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্মামুলুক হতে কোলকাতায় পদক্ষেপ করেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে আলোড়ন তোলেন।

শরৎচন্দ্র বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায়, প্রত্যক্ষতায়, বাস্তব অনুভূতির তীব্রতা ও সহমর্মিতায় তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও চরিত্রের অন্তর্গূঢ় আবেগ অনুভূতির গভীর বিশ্লেষণে বাংলা উপন্যাসকে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ করে গেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) পারিবারিক বিরোধমূলক উপন্যাস—'পণ্ডিত মশাই' (১৯১৪), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৫), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), এই জাতীয় উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত। (২) দাম্পত্যপ্রেম ও প্রেমের বিরোধমূলক কাহিনী—সমাজ প্রাধান্যে চিহ্নিত প্রেম ও বিরোধ কাহিনীমূলক উপন্যাসে প্রেম বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। সেই সময় মুগ্ধ পাঠকগণ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করেন। পরে সেই ছদ্মবেশ খসে পড়ল, শরৎচন্দ্র মেঘনির্মুক্ত সাহিত্যাকাশে সূর্যের পাশেই স্নিগ্ধ কিরণ বিকিরণ করতে লাগলেন। এরপর প্রকাশিত হয় 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'বিরাজবৌ' প্রভৃতি। (৩) সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস—'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়নের অমানুষিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন। (৪) পূর্বরাগপুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম বর্ণিত উপন্যাস—এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দত্তা', 'পরিণীতা' এবং 'দেনাপাওনা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যাচারী দুশ্চরিত্র—পাপপুণ্যের বোধবর্জিত জমিদার জীবানন্দের পরিত্যক্তা স্ত্রী ভৈরবী ষোড়শীতে রূপান্তরিত হয়, অবশেষে ঘটনাচক্রে ষোড়শীর সংস্পর্শে জীবানন্দের পরিবর্তনই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। 'দত্তা' জটিল বিশ্লেষণ বর্জিত সহজ ও নির্মল প্রেমের আনন্দ রসসিক্ত উপন্যাস। এতে দেখা যায় অনেক ভুল বোঝাবুঝির পর বিজয়া ও নরেনের প্রেম সার্থকতা লাভ করেছে। (৫) বিশুদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেমবর্ণিত উপন্যাস—'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি নিষিদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেমমূলক উপন্যাসগুলোকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্রের যা কিছু খ্যাতি ও নিন্দা। 'চরিত্রহীন' উপ্যাসটিতে সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ চরিত্র কিরণময়ী। কিরণময়ীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বের ক্ষুরধার বিশ্লেষণে নারীর প্রেমের রসলীলাই অভিব্যক্ত। এছাড়া চরিত্র সাবিত্রীও বিশেষ লক্ষণীয়। সাবিত্রী ও সতীশের প্রেমই উপন্যাসের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রণয়লীলার মধ্যে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ্য করা যায়। জীবনসমস্যার তীক্ষ্ণতম রূপায়ণে—'গৃহদাহ' ই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নারীর অন্তরের কঠিনতম সমস্যায় নায়িকা অচলার জীবন জর্জরিত রক্তাক্ত হয়েছে। (৬) মতবাদ প্রধান উপন্যাস—'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'বিপ্রদাস'কে মতবাদ প্রধান উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা হয়। ভারতবর্ষের পরাধীনতার যন্ত্রণা ও বিপ্লববাদের মূলতত্ত্বই 'পথের দাবী'র উপজীব্য বিষয়। 'বিপ্রদাসে' শরৎচন্দ্র ভাবাদর্শের সংঘাত চিহ্নিত

করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের নিজস্ব প্রাণধর্মতাকে সফল করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই তিনটি উপন্যাসে শরৎ-প্রতিভা অস্তগামী। শেষের দিকে তাঁর শক্তি যে ক্ষীয়মানতা স্পষ্টতঃই বোঝা যায়। তবুও এগুলি সে সময়ে পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল।

'শেষ পরিচয়' গ্রন্থটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। রাধারাণী দেবী উপন্যাসটিতে সমগ্রতা দান করেন।

শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' থেকে শুরু করে 'বিপ্রদাস' পর্যন্ত সবগুলি উপন্যাস ও গল্পসংকলন পাঠকসমাজে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও উপন্যাসের কাহিনীগত ত্রুটি ও শিথিলতা লক্ষণীয়, তবুও মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি। তাই বাঙালী পাঠকসমাজ তাঁকে চিরকাল নিকট আত্মীয়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে ঘিয়ে রাখবে।

Scanned with CamScanner